নির্বাচিত গল্পকথা

সম্পাদনা

শ্যামসুন্দর প্রধান

SOPAN
সোপান
কলকাতা

NIRBACHITO GALPOKATHA
Edited by : Dr. Shyam Sundar Pradhan
Published by Joyjit Mukhopadhaya. **Sopan**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
(033) 2257-3738 / 9433343616 / 9836321521
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
website : www.sopanbooks.in

প্রথম প্রকাশ
২০২১

© লেখক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়
সোপান
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন : (০৩৩) ২২৫৭-৩৭৩৮/৯৪৩৩৩৪৩৬১৬/৯৮৩৬৩২১৫২১
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
website : www.sopanbooks.in

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১১এ, জগদীশ নাথ রায় লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৩৫০ টাকা

ISBN : 978-93-90717-12-5

আমার পরমারাধ্য পিতা
৺পরমেশ্বর প্রধান

সূচিপত্র

ভূমিকা		৯
চুয়াচন্দন ও নিমাই পণ্ডিত	অর্ণব চক্রবর্তী	১৯
নরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন-জ্যোৎস্না' : অগ্নিগর্ভ সময়ের প্রেম পদাবলী	অরুণকুমার সাঁফুই	২৮
জীবিত ও মৃত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বীরেন্দ্র মৃধা	৪১
আলোচনার নতুন আঙ্গিক, মহেশ	বীরেন্দ্র মৃধা	৫৩
নারী ও নাগিনী	বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	৬৩
গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র ও 'সংসার সীমান্তে'	বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	৭০
সেলিনা হোসেনের 'আমিনা ও মদিনার গল্প' : মুক্তিযুদ্ধের গাঢ় অন্ধকার এবং তারপর...	চন্দন খাঁ	৭৬
পরশুরামের কুঠার—একটি জীবনসত্য	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ধরা বিয়ে' : নারীর অন্তর্লীন বেদনার আলেখ্য	গৌতম দাস	৯৫
নির্বাক প্রার্থনায় নতজানু বিস্ময় 'মাদার ইন্ডিয়া'	জ্যোতিপ্রসাদ রায়	১০৫
পাড়ি : সমরেশ বসু	কোয়েল দত্ত	১১৪
সৈয়দ মুজতবা আলী'র নোনাজল	কৃশানু পাল	১২৩
'স্ত্রীর পত্র' : নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা পত্র	মৃদুল ঘোষ	১২৭
রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প	প্রবালকান্তি হাজরা	১৩৭
মেঘমল্লার : এক অনিবার্ণ যন্ত্রণার কাহিনি	রামকৃষ্ণ মণ্ডল	১৬৭
ত্রৈলোক্যনাথের 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' পুরাতনী গল্প-বৈঠক	রঞ্জনা ভট্টাচার্য	১৭৯
'কুষ্ঠরোগীর বউ' ভিন্ন ভাবনার রূপ	সেতু চট্টোপাধ্যায়	১৯২
প্রভাতকুমারের 'খালাস' গল্পে স্বদেশি আন্দোলন বনাম দাম্পত্য সঙ্কট	সৌমেন বৈরাগ্য	১৯৮
মধু : জীবনসত্যের ভিন্ন শৈলী	সৌমী ঘোষ	২০৪
চন্দ্র-সূর্য যতোদিন : স্থূল জৈববৃত্তির অতিরিক্ত সতীনসমস্যা	শ্যামসুন্দর প্রধান	২১৩
পাশাপাশি : প্রতিবেশী দু'টি ভাড়াটে পরিবারের মিল-অমিলের বাস্তব চিত্র	শ্যামসুন্দর প্রধান	২৩১
আশাপূর্ণা দেবীর 'তাসের ঘর' : সংসার-সম্পর্ক-আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রতিবাদ	তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়	২৪৬
'বিকল্প' : নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র বিকল্প জীবনবোধ	উদয় রতন মুখার্জী	২৬২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন-জ্যোৎস্না' : অগ্নিগর্ভ সময়ের প্রেম পদাবলী

অরুণকুমার সাঁফুই

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) জন্ম উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে। বড় হয়ে ওঠা দিনাজপুর জেলার শহরে। ১৯৪০ সাল নাগাদ উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। এম.এ. পাস করার পর অধ্যাপনা করেছেন 'জলপাইগুড়ি কলেজ' (১৯৪২), 'সিটি কলেজ' (১৯৪৫) এবং 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে' (১৯৫৬)। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যৌবনকালে 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান করেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার কারণে কারাবরণও করেন। কারাগারে থাকার সময় তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। তাঁর প্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন লেলিন ও সুভাষচন্দ্র বসু। পরবর্তীকালে সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে জলপাইগুড়ি কলেজে অধ্যাপনাতে যুক্ত হবার পর রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। রাজনৈতিকভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন, "আমার কাছে তত্ত্বমুখ্য রাজনীতির কোনো সার্থকতা নেই, তার পেছনে যে কোনো 'ইজম'ই থাকুক না কেন। আমার দেশের মানুষকে আমি ভালোবাসি-শ্রদ্ধা করি। ...আমার যদি কোনো দল থাকে-সে আমার স্বদেশ; আমার যদি কোনো রাজনীতি থাকে সে আমার ভারতবর্ষ এবং মানবতা; আমার যদি কোনো বক্তব্য থাকে সে আমার ভারতবর্ষ এবং মানবতা; আমার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তা হল এদের জন্যই নিবেদিত।"[১]

'বন-জ্যোৎস্না' গল্পগ্রন্থের নাম গল্প 'বন-জ্যোৎস্না'। 'বন-জ্যোৎস্না' গল্পগ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এই গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, " 'বন-জ্যোৎস্না' নামে যে বইটি আমার একদা ছিল, এখন সেটি লুপ্ত। শুধু 'বন-জ্যোৎস্না' সেই বই থেকে পুনর্মুদ্রিত। 'বন-তুলসী'ও অন্য বই থেকে পুনর্মুদ্রণ। বাকি গল্প ক'টি নতুন - গত দু-তিন বছরের মধ্যে লেখা। এদিক থেকে 'বন-জ্যোৎস্না'কে নতুন বই বলা যেতে পারে। আর প্রথম দুটি গল্প থেকে

পরের গল্পগুলোর মধ্যে প্রায় পনের-ষোল বছরের ব্যবধান। এই ব্যবধান থেকে একটা জিনিস দেখা যাবে। চিন্তায়, রীতিতে, আত্মপ্রকাশে একজন সাধারণ লেখকের বিবর্তন কিভাবে ঘটে যায়, তার কিছুটা আভাস এ থেকে পাওয়া যাবে খুব সম্ভব। পাঠক-পাঠিকারা তা লক্ষ্য করবেন কিনা জানি না, কিন্তু পুরোনো লেখা সম্পর্কে লেখকের সংকোচ কেন থাকে, এই বইটির মধ্য দিয়ে আমি তা অনুভব করেছি।"[২] এই ভূমিকা অংশ থেকে অনুমান করা যেতে পারে 'বন-জ্যোৎস্না' গল্পটি ১৯৫৩-৫৪ সাল নাগাদ রচিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকবে। গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই স্বীকারোক্তিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ রচনাগত বৈশিষ্ট্য ও ভাবগত দিক দিয়ে 'বন-জ্যোৎস্না' গল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের নিরিখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ষাটের দশকের কথাকার। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, "মহানগরী কিংবা মফস্বল শহর; কৌলমার্গে অভিজাত ভদ্রসমাজ কিংবা ব্রাত্য ও মন্ত্রহীনের অন্ত্যজ-পল্লী, নদ-নদী-অরণ্য-পর্বত-সমাকীর্ণ বিপুল ও বিশাল পরিবেশ; যেখানেই হোক না কেন, জীবন ও জগৎকে দেখবার মত অতন্দ্র-জাগ্রৎ দুটি চোখ আছে লেখকের, আর আছে খাপ-খোলা তলোয়ারের মত ঝকঝকে গল্পবলার ভাষা।"[৩]

২

'বন-জ্যোৎস্না' রোমান্টিক গল্প। উত্তর-পূর্ব ডুয়ার্স-টেরাই-জলঢাকা নদী আর ভুটান সীমান্ত অঞ্চলের অরণ্যের ভীষণ সুন্দর রূপের একটি ছোটো গ্রামের পটভূমিকায় গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বন-জ্যোৎস্না'র গল্পকাহিনিকে সাজিয়েছেন। 'বন-জ্যোৎস্না' গল্পের শুরুতেই গল্পকার নদী, জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা ডুয়ার্সের অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। শান্ত বনাঞ্চল। এখানে বাঘও অহিংস। শান্ত হলেও অঞ্চলটি 'নন রেগুলেটেড এরিয়া'। যেকারণে আইনের বন্ধন এখানে শিথিল। বনাঞ্চল কেটে বসত হয়েছে এই অঞ্চলে। এখানেই গড়ে উঠেছে কিছু কুলি বস্তি। তা সম্ভব হয়েছে 'ডিফরেস্ট্রাশানের' কারণে। এখনে আইন শিথিল। আইনের শাসন এখানে তৈরি হয়নি। ভুটানী বস্তি কিন্তু দেশটা ভুটান নয়। বাংলাদেশের একেবারে উত্তরাঞ্চল বা সীমান্ত অঞ্চল বলা যেতে পারে। পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গল আর চা-বাগিচা দিয়ে ঘেরা। পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নার আলোয় মোহময়ী হয়ে উঠেছে ডুয়ার্স বনাঞ্চলের মুক্ত আকাশ। পূর্ণিমা রাত্রি, জ্যোৎস্নার আলো, অন্ধকার ঝোরার ঝর্ণা - সব মিলিয়ে এক অপরূপ প্রকৃতিলোকের ক্যানভাসে গল্পকার 'বন-জ্যোৎস্না'র কাহিনি ও চরিত্রগুলিকে বিন্যাস করেছেন।